২২-০২-১৭ প্রাতঃ-মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই পড়া হল অনেক উঁচু, এতে মায়া রাবণই বিঘ্ন দেয়, তার থেকে নিজেকে সামলে চলো।"

প্রশ্নঃ- তোমাদের সেবার বৃদ্ধি কবে হবে?

উত্তরঃ- যখন তোমরা, সেবাধারী বাচ্চারা পাক্কা নষ্টমোহা, যোগযুক্ত হয়ে যাবে তখন তোমাদের সেবার বৃদ্ধি হবে। তোমরা সকলের উদ্ধারের নিমিত্ত হয়ে যাবে। ২-- যখন পুরোপুরি নিশ্চয় বুদ্ধি হবে, বাবার প্রতিটি নির্দেশকে কার্যতে রূপ দেবে তখন সেবাতে সফলতা প্রাপ্ত হবে।

গীতঃ- আমি একটি ছোট্ট বাচ্চা ...

ওম্ শান্তি। বাবা এসে ছোট ছোট বাচ্চাদেরকেই বোঝান। কেউ ছোট, কেউ মাঝারি আবার কেউ বড়। বড় তাকেই বলা হয় যে জ্ঞানকে ভালোভাবে বুঝে অন্যকে বোঝাতে পারে। যে বোঝাতে পারেনা তাকে ছোট বাচ্চা বলা হবে। ছোট বাচ্চা হলে পদও ছোট হবে, এটা তো বোঝার ব্যাপার। মানুষ স্নানের যায়, কুম্ভ মেলার আয়োজন করে। এখন কুম্ভ মানে হল সঙ্গম। সঙ্গমের বড়োর থেকে বড় মেলা তো একটাই, যাকে জ্ঞান সাগর এবং জ্ঞান নদীর মিলন বলা হয়। নদী তো অনেক আছে। সেগুলি সবই সাগরের এসে মেশে। কিন্তু সেই সব নদীকে ঘিরে এত মেলা হয়না। ব্রহ্মপুত্র নদী তো বড়, যেটা কলকাতার দিকে সাগরে গিয়ে মিলেছে। এইরকম সরস্বতী, গঙ্গা ইত্যাদি অনেক নদী আছে যারা সাগরে যায়। নদীসমূহ থেকে আবার পুকুর ইত্যাদি তৈরি হয়। *বাচ্চারা জানে যে জ্ঞান সাগর এক শিব বাবাই। এই ব্রহ্মাও হল জ্ঞান নদী। এর এবং জ্ঞান সাগরের মিলন। বাস্তবে একেই সত্যিকারের কুম্ভ বলা হয়। সবথেকে বড় মেলা হলো এইটা, জ্ঞান সাগরের কাছে আসা*। এইখানে ব্রহ্মপুত্রা হল সবথেকে বড় নদী যে প্রথমে বেরিয়েছে। এরই হল সঙ্গম। যখন পরে গিয়ে মিলেছ তাহলে অবশ্যই আগে এর থেকে উৎপন্ন হয়েছ। তাই জ্ঞান সাগরের থেকে প্রথমে বেরিয়েছে এই ব্রহ্মা। তারপর সত্যযুগেও প্রথম নম্বরে এই যায়। সরস্বতী আর ব্রহ্মার মেলা নয়। ব্রহ্মপুত্র এবং সাগরের মেলা। মানুষ কুম্ভ মেলাতে যায়, সেখানে গিয়ে স্নান করে। নদী তো অনেক আছে। এখানে কত জ্ঞান গঙ্গা এসে মিলিত হয়। বাবা খুব ভালো ভাবে বুঝিয়েছেন। এরা যারা নদীতে প্রতিদিন স্নান করতে থাকে তাদের এর থেকে কে বাঁচাবে? বাবা বলছেন, এইগুলো কোনো জ্ঞান গঙ্গা নয়। এতে তো কুমির, মাছ ইত্যাদি সবাই স্নান করে। যে প্রতিদিন স্নান করতে যায় তাকে বোঝাতে হবে যে আপনি এইসব করতে করতে কাঙাল হয়ে গেছেন। তীর্থ ইত্যাদিতে মানুষ অনেক খরচ করে। এখানে তো খরচের ব্যাপারই নেই। যখন আমি আসি, তখন আমি এসেই সবার সদগতি করি। জ্ঞান দিই। কোন জ্ঞান? *মন্মনাভব*। আমাকে স্মরণ করলে স্মরণের সেই যোগ অগ্নির দ্বারা তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। যোগের দ্বারাই তোমরা পবিত্র হতে পারবে, না কি জলে স্নান করলে? বাস্তবে এটা হল জ্ঞান স্নান। ওইগুলো হল জলের নদী, এরা জ্ঞান নদী। এতে শুধু বাবাকে স্মরণ করতে হবে। একে স্নানও বলা যাবেনা। এখানে তো বাবা মত দেন। জ্ঞানের দ্বারা সদগতি হয়। তোমরা ২১ জন্মের জন্য সদগতিতে গিয়ে তারপর দুর্গতিতে আসো। সতোপ্রধান থেকে সতো, রজো, তমোতে অবশ্যই আসতে হবে। এই সকল কথা তোমরা বাচ্চারাই বুঝতে পারো এবং এখানে বাচ্চারাই আসে রিফ্রেশ হওয়ার জন্য। এছাড়া নতুন কেউ আসতে পারবেনা। বাবা

বলছেন - আমি বাচ্চাদের সম্মুখেই আসি। ইনি(ব্রহ্মা) হলেন গুপ্ত মা। তোমরা বাচ্চারা যদি কাউকে দিয়ে প্রদর্শনী, মেলার উদঘাটন করাও তাহলে তাকে ভালো ভাবে বুঝিয়ে তারপর করানো উচিত। এইরকম যেন না হয় যে কিছু উল্টো-পাল্টা বলে দিল। এইসব তো বাধ্য হয়ে করতে হয় তাকে উৎসাহিত করার জন্য। কিছু বুঝলে বলতে পারবে - এই সংস্থা তো খুব ভালো। মানুষ থেকে দেবতা বানায়। কিন্তু এতটা কেউ বোঝায় না, আর কারোর বুদ্ধিতেও বসেনা। যাকে যাকে দিয়ে উদঘাটন করিয়েছো, তারা কোনো কথাই বোঝেনি। কারোরই নিশ্চয় হয়নি। এতো যারা এসেছে ওদের মধ্যেও কারোর অর্ধেক নিশ্চয় হয়েছে, যে এসে কিছু না কিছু বোঝার চেষ্টা করে। হাজার হাজার জন বোঝার জন্য আসে, তাদের মধ্যে ৫-৭ জন বেরিয়ে আসে। তাই বলা হয় কোটির মধ্যে কেউ। যখন কোনো প্রদর্শনী, মেলা ইত্যাদি কর তখন ৫-৬ জন উঠে আসে। নয়তো খুব কম জনই কখনো কোথাও আসে। পুরানোরাই ঘন ঘন আসে। তার মধ্যেও আবার কারোর অর্ধেক নিশ্চয়, কারোর সিকি ভাগ আর কারোর ১০ শতাংশ। বাস্তবে পুরো নিশ্চয় ছাড়া তো স্কুলে কেউ বসতে পারেনা। নিশ্চয় হলে বুঝবে যে ব্যরিস্টার হতে হলে অবশ্যই পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হতে হবে। এখানে তো যাদের বুদ্ধিতে সংশয় আছে তারাও বসে যায়। বোঝে যে ধীরে ধীরে এটা নিশ্চয় হবে যে মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে। এখানে নিশ্চয় হওয়ার জন্য বসে। তারপর চলতে চলতে ভেঙে পড়ে। ৪-৫ বছর ধরে চলতে চলতে যদি সংশয় এসে যায় তাহলে চলে যায়। এই পড়া হল অনেক উঁচু এবং এতে মায়া রাবণের বিঘ্ন পড়ে। মায়া বুঝতেই দেয়না। মায়া বাচ্চাদের পড়াতেও বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এই স্কুল খুবই আশ্চর্যজনক। দিলওয়ারা মন্দিরেও কত সুন্দর স্মৃতি চিহ্ন বানানো রয়েছে । ওটা হল জড় মন্দির -- যাঁরা স্বর্গ স্থাপন করে গিয়েছেন তাদেরই জড় স্মৃতি চিহ্ন তৈরি হয়। যেমন শিবাজী ইত্যাদিরা সবাই চৈতন্য অবস্থাতে ছিলেন, এখন তাদের স্মৃতি চিহ্ন আছে। এখন জগৎ আম্বা এবং জগৎ পিতা চৈতন্য অবস্থায় এসেছেন। ৫০০০ বছর পরে আবার সেই একই অভিনয় করবেন যার চিত্র তৈরি হবে। আগে তো অবশ্যই চিত্র ছিল না । এই সকল চিত্র ইত্যাদি বিনাশ হয়ে যাওয়ার পর আবার চিত্র ইত্যাদি বানানো শুরু হবে। শুরু শুরুতে তো শিব বাবারই স্মৃতি চিহ্ন হবে, তারপরে ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করের, তারপরে তোমরা যারা সেবা করছো তাদেরও স্মৃতি চিহ্ন হবে। সবাই পতিত -পাবনকে স্মরণ করে - কিন্তু বোঝেই না যে আমরা পতিত। বাস্তবে এটাই হল সত্যিকারের জ্ঞান যার দ্বারা সদগতি প্রাপ্ত হয়। জ্ঞান তো গুরুর কাছ হতে প্রাপ্ত হয়। জলের নদীগুলি মোটেই কোনো গুরু নয়। এইসব হল অন্ধশ্রদ্ধা। কর্তব্যকে (অক্যুপেশন) না বুঝলে কিছুই প্রাপ্তি হবেনা। এইরকম নয় যে তাঁকে দর্শন করব। দর্শনের কোনো ব্যাপারই নেই। বাবা তো নতুনদের সাথে সাক্ষাৎ করেন, কারণ বড় ব্যক্তির কাছ থেকে বেশী আওয়াজ ছড়ানোর কথা। কিন্তু দেখা গেছে যে বড় ব্যক্তিরা বেশী আওয়াজ ছড়াতে পারেনা। গরিবরা পারে। তবে হ্যাঁ, যদি কেউ জ্ঞান ধনেও বড়লোক হয়ে যায় তাহলে আওয়াজ করতে পারবে। এইসব জলের নদীতে স্নান তো করেই এসেছে। এই গঙ্গা স্নানের দ্বারা সদগতি প্রাপ্ত হয়না। পতিত-পাবন সদগতি দাতা তো এক বাবাই, উনি এসে সকলের সদগতি করেন। বাবা বলেন সদগতি তো এক সেকেন্ডেই প্রাপ্ত হতে পারে। শ্রীমৎ বলে যে আমাকে স্মরণ করলে অন্তিম সময়ে যথা মতি তথা গতি হয়ে যাবে। একেই যোগ অগ্নি বলা হয়, যার দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে। তাই বাবা বলছেন, আমাকে স্মরণ করলে সর্বদা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে যাবে -- আর আমি তো স্বর্গেরই স্থাপন করি। এই চক্রকে স্মরণ করলে তুমি চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে। বাবা এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ কর। এখন আমাদেরকে বাবার কাছে ফিরে যেতে হবে। কল্পে-কল্পে বাবা একবারই এসে সদগতি করেন। তিনি হলেন সকলের সদগতি দাতা। তোমরা কারোর সদগতি করতে পারবে না । তাই শিব বাবার থেকেই এই সকল

সত্যিকারের জ্ঞান গঙ্গারা বেরিয়েছে। শিব কাশী বিশ্বনাথ গঙ্গা। কিন্তু তারা মনে করে জলের গঙ্গা। তোমরা যদি যোগযুক্ত হও তবে সেবাও করতে পারবে। যে নষ্টমোহ এবং ভালো যোগী হবে সে সম্পূর্ণ সেবা করতে পারবে। অন্তিমে তোমাদের অনেক সেবা হবে। সাধু ইত্যাদিকেও তোমাদের উদ্ধার করতে হবে। ওদের বোঝাতে হবে সদগতি দাতা একজনই। তিনিই বলছেন যদি তোমরা আমাকে স্মরণ করো তাহলে আমার কাছে চলে আসবে। মুক্তি তো এক সেকেন্ডেই প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব। মুক্তির পরে জীবন মুক্তি তো আছেই। এটা খুবই বোঝার ব্যাপার। এই রকম নয় যে সবার একই রকম ধারণা হওয়া সম্ভব। ক্রমানুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে ধারণা হয়। পয়েন্ট গুলো খুব ভালো। *পয়েন্ট গুলোও যদি ধারণা হয় তাহলেও নেশা চড়বে*।

বাবা একদম সহজের থেকেও সহজ পদ্ধতি বলছেন। এরপরেও কেউ কেউ লেখে বাবা কৃপা করো, বাবা শক্তি দাও। তখন বাবা বুঝে যান যে এর ভক্ত বুদ্ধি। ভক্ত তো অনেক আছে। সবাই গীত গায় - পতিত পাবন এসো। সবাই স্মরণ করে, বলতে থাকে ওহ গড ফাদার, কিন্তু বুঝতেই না পারলে ক্ষমা, কৃপা কিভাবে হবে। বাস্তবে ত্রিমূর্তি হল এটাই । উপরে শিব বাবা, আর ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারীরা তো এখানেই আছে। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই বলে যে আমরা ব্রহ্মাকুমার কুমারী। তাহলে তারা ভাই-বোন হয়ে গেল। তোমরাও প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান ছিলে, কিন্তু এখন নও। জানো না । গীত তো আছে যে পরমপিতা পরমাত্মা প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা মনুষ্য সৃষ্টির রচনা করেন তাহলে সর্ব প্রথমে অবশ্যই ব্রাহ্মণ ধর্ম হবে। যখন সৃষ্টি রচনা করা হয় তখন ব্রহ্মাকুমার কুমারীরা থাকে। তারপর সেই ধর্মের স্থাপনা হয় আর অনেক ধর্মের বিনাশ হয়ে যায়। এই সময়ে তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারী, এরপর দেবকুমার-কুমারী হবে। তারপর কখনো বিষ্ণু কুমার, কখনো বা অন্য কোনো জন্ম নিয়ে অন্য কিছু হবে। এখন তোমরা হলে ঈশ্বরীয় কুমার, তারপর হবে দৈবী কুমার ... পরে পরে দেখো নামই কেমন কেমন রাখে - বসরমল, বৈগনমল ইত্যাদি। সত্যযুগে এইরকম নাম হবেনা। বাবা এখন তোমাদের কত সুন্দর নাম পাঠান। বাচ্চারা তোমাদেরকে এখন বাবার নির্দেশ অনুসারে কার্য করতে হবে। তোমাদের হল অসীমের কারবার। বড় লেনদেন করলে বড় পদ পাবে - ২১ জন্মের জন্য। অনেক চেষ্টা করে গরীব অবলারাই ভালো উত্তরাধিকার পায়। ধনীরা পায়না। ধনীদের মধ্যে স্ত্রীরা কিছু পায়। পুরুষদের তো অর্থের প্রতি মমত্ব থাকে। আমার আমার করতে থাকে। লৌকিক বাবার ওয়ারিশ তো সন্তানই হয়। এখানে তো বাবা বলেন - স্ত্রী পুরুষ উভয়েই উত্তরাধিকার পেতে পারে। দেখা যায় যে মাতারা বেশি উত্তরাধিকার পায়, এইজন্য শক্তিদের গায়ন আছে। কন্যা মাতারা ভালো পদ পায় তাই বাবাকে কাণহাও বলা হয়ে থাকে। এই দিলবড়া মন্দির হল তোমাদের হুবুহু ইয়াদগার। বোঝানো হলে অনেক নেশা চড়া উচিত। তীর্থস্থানে আরও বেশি সেবা হওয়া সম্ভব। এখন তো অনেক পয়েন্ট মিলে গেছে। সদগতি তো জ্ঞান সাগরের দ্বারাই হবে, নাকি জলের দ্বারা? গীতার ভগবানই হলেন সদগতি দাতা। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) জ্ঞান ধনে ধনবান হয়ে বাবার নাম উজ্জ্বল করার সেবা করতে হবে। সম্পূর্ণ নিশ্চয়বুদ্ধি হতে হবে। কোনো কথাতেই সংশয় আনা যাবেনা।

২) বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য "আমার-আমার" -- এতে যে মমত্ব আছে সেটা ত্যাগ করতে হবে। লৌকিক উত্তরাধিকারের নেশা রাখা যাবেনা।

বরদান:- ব্রাহ্মণ জীবনের মহাশত্রু কাম বিকারের সাথে সাথে তার সমস্ত সাথীদেরকেও বিদায় দিয়ে সম্পূর্ণ পবিত্র হও।

ব্রাহ্মণ জীবনে যেমন মহাশত্রু কাম বিকারের ওপর বিজয়ী হওয়ার জন্য বিশেষ নজর রাখো, সেই রকম তার সমস্ত সাথীদেরকেও বিদায় দাও। কোনো কোনো বাচ্চা ক্রোধ মহাভূত কে তো তাড়িয়ে দেয় কিন্তু ক্রোধের বাল-বাচ্চাদের সাথে অল্প প্রীত রেখে দেয়। যেরকম ছোট বাচ্চা ভালো লাগে সেইরকম এই ক্রোধের ছোট বাচ্চাকেও কখনো কখনো ভালো লাগে। কিন্তু সম্পূর্ণ পবিত্র তখনই বলা হবে যখন কোনোরূপ বিকারের অংশই থাকবেনা। এইরকম পাক্কা ব্রত নাও, তবেই বলা হবে সত্যিকারের ব্রাহ্মণ।

স্লোগান:- যদি সঙ্গমযুগের খুশীর অনুভব করতে চাও তাহলে মায়ার অধীনতা থেকে স্বতন্ত্র থাকো।